দৈনিক জনকণ্ঠ

17 AUG 1997

বাংলাদেশে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ॥ একটি প্রস্তাবনা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

শিক্ষা কমিশন তাদের রিপোর্টে প্রতিটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ, দিনাজপুরে একটি কৃষি ও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জোর সুপারিশ করেছে। এটা প্রশংসার দাবি রাখে যে, অধুনা খুলনা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি (কৃষি, পশুপালন ও কৃষি অর্থনীতি) অনুষদ, বনবিদ্যা অনুষদ এবং মৎস্য বিদ্যা অনুষদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বনবিদ্যা অনুষদ খোলা হয়েছে। এছাড়া কোন কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও কৃষি অনুষদ খোলা হয়েছে– IUBAT (International University of Business, Agriculture & Technology).

প্রস্তাবিত ৪টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নোক্ত ৪টি প্রধান কৃষি অঞ্চলে স্থাপন করা যেতে পারে–

১. উত্তরাঞ্চল (ক) হিমালয়ের পাদদেশের পলি অঞ্চল, (খ) তিস্তা বিধৌত পলি অঞ্চল এবং (গ) বরেন্দ্র অঞ্চল– দিনাজপুর (হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজকে কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ)।

২. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল– গঙ্গা বিধৌত পলি অঞ্চল– যশোর। বৃহত্তর যশোর জেলায় একটি কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে এবং পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাঙ্গন চত্বরে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

৩. মধ্যাঞ্চল– ব্রহ্মপুত্র বিধৌত পলি অঞ্চল ও মধুপুর লালমাটি অঞ্চল– বর্তমান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

৪. পূর্বাঞ্চল– বৃহত্তর নোয়াখালী। নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত কৃষি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ATI)-কে দিনাজপুর (ATI)-এর অনুরূপ নোয়াখালী কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে নিম্নোক্ত ৪টি অনুষদ থাকবে–

১. কৃষি (মৃত্তিকা ও শস্য, পশুপালন, বন ও কৃষি অর্থনীতি) অনুষদ;
২. মৎস্য অনুষদ।
৩. প্রকৌশল অনুষদ।
৪. গার্হস্থ্য অর্থনীতি অনুষদ (Home Economics)।
৫। কলা ও বিজ্ঞান স্কুল (School of Arts and Sciences)।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান পশু চিকিৎসা অনুষদ চালু থাকবে। সিলেট ও চট্টগ্রাম পশু চিকিৎসা কলেজ ২টিকে প্রস্তাবিত নোয়াখালী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাঙ্গন চত্বরে উন্নীত করা যেতে পারে। প্রতিটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোতে— (১) কৃষি শিক্ষা উইং, (২) কৃষি গবেষণা উইং, (৩) সম্প্রসারণ শিক্ষা ও চাষী প্রশিক্ষণ উইং এবং (৪) খামার ও বীজ উইং থাকবে। প্রতিটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রধান কৃষি অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠবে বিধায় আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ শিক্ষা, বীজ উৎপাদন ও বিতরণের দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত থাকবে। প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সার্বিক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হতে হবে কেননা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে গবেষণা ও সম্প্রসারণ শিক্ষা ও বীজ উৎপাদনের দায়িত্ব ন্যস্তকরণ কাম্য নয়।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পূর্ণাঙ্গ কৃষি অনুষদ খোলা যেতে পারে। **১৯৭৪ সালে বিশেষ কৃষি শিক্ষা কমিটির সুপারিশ** অনুসরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকা কৃষি কলেজ (BAI) একীভূত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ এবং রাজশাহী কৃষি কলেজকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ কৃষি অনুষদে উন্নীতকরণ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নতুন পশুচিকিৎসা অনুষদ খোলা যেতে পারে।

উচ্চমানের যুগপোযোগী আধুনিক কৃষি গবেষক তৈরির জন্য ৪ বছর মেয়াদী কৃষি ডিগ্রী কোর্সের প্রথম ২ বছরের মোট শিক্ষা ঘণ্টায় প্রায় ৭০% সময় মৌল বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও অর্থনীতি অধ্যয়নের জন বরাদ্দ থাকবে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌল বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়সমূহ পড়ানোর জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষক এবং সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। কেবলমাত্র কৃষি বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের কয়েকটি নতুন বিভাগ খুলে কৃষি অনুষদ চালু করে পৃথক কৃষি কলেজ স্থাপনের তুলনায় প্রায় অর্ধেক খরচে উন্নতমানের এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কৃষিবিদ ও কৃষি গবেষক তৈরি করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে, ১৯৮১ সালে ঢাকা কৃষি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ একীভূত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি অনুষদ খোলার জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্পে কৃষি বিদ্যার ১৩টি স্বতন্ত্র বিভাগ, একজন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, একজন ডীন, একজন পরিচালক (গবেষণা) ও একজন পরিচালক (সম্প্রারণ) পদ সৃষ্টির সংস্থান রাখা হয়েছিল। অনুরূপভাবে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কৃষি অনুষদ প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করে। পরিকল্পনা কমিশন শিক্ষাখাতে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় থোক বরাদ্দ করে। তৎকালীন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ এবং কিছু সংখ্যক শিক্ষকের চরম বিরোধিতার জন্য সরকার শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়ন স্থগিত করে। ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি কলেজ ব্যতিরেকেই পৃথক কৃষি অনুষদ চালু করে ১ম বর্ষে ছাত্র ভর্তি করেছিল। পরবর্তীতে অজ্ঞাত কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি অনুষদের কার্যক্রম স্থগিত করে। জানা মতে এখনও স্থগিত অবস্থায় রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থগিত কৃষি অনুষদ প্রকল্প চালুর লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন।

উপসংহারে বলা যায় যে, কেবলমাত্র উচ্চতর কৃষি শিক্ষা প্রদানের জন্য পৃথক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোনই প্রয়োজন পড়ে না। অনেক কম খরচে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ হতে উন্নতমানের কৃষিবিদ তৈরি করা যাবে যা সারা বিশ্বে চালু আছে। অপরপক্ষে, একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি অঞ্চলের সার্বিক কৃষি উন্নয়নের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে এবং এটা অর্জনের লক্ষ্যেই শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। ভারতে রাজ্য পর্যায়ে কৃষি গবেষণার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের আওতাধীন স্থাপিত সকল কৃষি বিষয়ক গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রগুলো সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তর করে গবেষনা উইং-এর সহিত একীভূত করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষার ৫০% দায়িত্ব এসএমএস, (Subject Matter Specialists) সার্ভিস কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ উইং হতে ।ণভচণর করা হচ্ছে। অগ্রণী চাষীদের স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে প্রদান করা হয়। চাষীদের জন্য পৃথক হোস্টেল নির্মাণ করে আবাসিক সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের প্রশাসনিক

কৃষিবিদ মোঃ ইয়াসিন আলী

নিয়ন্ত্রণের সমন্বিত উচ্চতর শিক্ষা, কৃষি গবেষণা এবং সম্প্রসারণ শিক্ষা ও চাষী প্রশিক্ষণ সার্ভিসসমূহ Render করার সুযোগ সৃষ্টি করায় ভারতে স্বল্প সময়ের মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বাংলাদেশে ও সার্বিক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দিনাজপুরে অবস্থিত হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজকে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নরূপ অনুষদ থাকবে ঃ ১. কৃষি অনুষদ (কৃষি, পশু পালন, কৃষি অর্থনীতি, বন ও মৎস্য), ২. প্রকৌশল অনুষদ (সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেট্রিক্যাল ও কৃষি প্রকৌশল), ৩. গার্হস্থ্য অর্থনীতি অনুষদ (Home Ecinomics Fuculty), ৪. স্কুল অব কলা ও বিজ্ঞান (School of Arts and Sciences)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা উইং-এর আওতায় নসিপুর গম গবেষণা কেন্দ্র, তুলা গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্র, কান্তা ইক্ষু খামার, নসিপুর পাট বীজ খামার, রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত সকল কৃষি গবেষণা কেন্দ্রসমূহ (ঈশ্বরদী জাতীয় ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট বাদে) কৃষি বিশ্বদ্যািলয়ের গবেষণা উইং-এর অধীনে স্থানান্তর করতে হবে। গাজীপুর বিআইটি (BIT) -এর অনুরূপ ঈশ্বরদী কৃষি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাঙ্গন চত্বরে উন্নীত করে কৃষি ডিপ্লোমাধারীদের সংক্ষিপ্ত মেয়াদের কৃষি ডিগ্রী কোর্স চালু করা যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিভাগ এবং ঢাকা কৃষি কলেজকে একীভূত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ, রাজশাহী কৃষি কলেজকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করে মূল চত্বরে কৃষি অনুষদ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন ইনস্টিটিউটকে উন্নীত করে কৃষি ও বন অনুষদ চালু, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও বন বিদ্যা উইং একীভূত করে পৃথক পুর্নাঙ্গ কৃষি ও বন অনুষদ খোলা যেতে পারে।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অনুরূপ (ICA.R.) বাংলাদেশেও বার্ক (BARC) কৃষি বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্ব পালন করবে এবং নতুন পদ সৃষ্টি না করেই বর্তমান অবকাঠামো পুনর্গঠন করে সদস্য- পরিচালক (কৃষি শিক্ষা) এবং সদস্য- পরিচালক (টেকনোলজি ট্রান্সফার) পদ ও উইং সৃষ্টি করা যেতে পারে। **মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ফসল বিজ্ঞান ও পশু পালন বিজ্ঞানের একক সমন্বয়ে** সারা বিশ্বে উচ্চতর কৃষি বিদ্যা স্নাতক পাঠ্যক্রম আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। পশু পালন বিজ্ঞান স্নাতক কৃষি বিদ্যা পাঠ্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্নাতক পর্যায়ে কৃষি বিদ্যা কারিকুলামে এদের স্বতন্ত্র পৃথকীকরণ কোন মতেই কাম্য নয়। পশু চিকিৎসা বিদ্যা, জন-চিকিৎসা Medical Education) বিদ্যার অনুরূপ স্বতন্ত্র চিকিৎসা বিদ্যার আওতাভুক্ত। পশু চিকিৎসা (Veterinery Education) বিদ্যার সাথে **পশু পালন বিজ্ঞান বিষয়** (Animal Husbendry Subject) তথা কৃষি বিদ্যার সরাসরি সম্পর্ক নেই। পশু চিকিৎসা বিদ্যার স্নাতক ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য উন্নত দেশে উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পাসের পর ৬ (ছয়) বছর অপরপক্ষে কৃষি বিদ্যা ও প্রকৌশল বিদ্যা স্নাতক ডিগ্রী কোর্স ৪ (চার) বছর মেয়াদের। উল্লেখ্য যে, বিদেশে DVM কোর্সে কৃষি বিদ্যার কোন বিষয় পড়ান হয় না এবং প্রয়োজনও পড়ে না। স্বাধীনতার পূর্বে তৎকালীন ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে সমন্বিত পশু চিকিৎসা ও পশু পালন ডিগ্রী কোর্স B.Sc. (Vet..Sc. & A. H.) চালু ছিল। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সিস্টেম অনুসরণে পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের অধীনে ময়মনসিংহ পশু চিকিৎসা ও পশু পালন কলেজে উল্লিখিত ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়েছিল। পশু চিকিৎসা বিদ্যা প্রবর্তন কৃষি বিদ্যা পড়ানোর তুলনায় অধিক ব্যয়বহুল বিধায় রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে প্রস্তাবিত দিনাজপুর/যশোহর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে রাজশাহী সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পৃথক পশু চিকিৎসা অনুষদ চালু করাই অধিক যুক্তিযুক্ত হইবে। **সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পে কৃষি সাব-সেক্টরের আওতায় প্রস্তাবিত দিনাজপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-কৃষি অনুষদ প্রকল্প বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।** অথবা জাপান সরকার অথবা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।

(কৃষিবিদ মোঃ ইয়াসিন আলী, কৃষি গবেষক এবং শিক্ষাবিদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষিবিদ সমিতি এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ, হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ, দিনাজপুর।)